৮০

দৈনিক সংবাদ

তারিখ APR 7 1999
পৃঃ ১ কলাম ৫

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় অভিমুখে ছাত্রদলের মিছিল ২৫শে এপ্রিল

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

দেশের সকল জাতীয়তাবাদী শক্তি ও ছাত্র সমাজকে সরকার পতনের এক দফা আন্দোলন শুরু করার আহ্বান জানানোর মাধ্যমে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের দুদিনব্যাপী বর্ধিত সভা গতকাল মঙ্গলবার শেষ হয়েছে।

বর্ধিত সভায় আগামী ২৫শে এপ্রিল প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় অভিমুখে বিক্ষোভ মিছিলের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

মিছিল ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৪

ছে।

মিছিল ঃ ছাত্রদলের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

গতকাল বর্ধিত সভা চলাকালে প্রায় ১শ ৪০ জন ডেলিগেট বক্তব্য রাখেন। তাদের বক্তব্যের আলোকে ১০ দফা প্রস্তাব গৃহীত হয়। গতকালের সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপির মহাসচিব আবদুল মান্নান ভুঁইয়া। বক্তব্য রাখেন আমানউল্লাহ আমান এমপি। ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এ সভায় সভাপতিত্ব করেন ছাত্রদল কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি হাবিবুন নবী সোহেল।

মান্নান ভুঁইয়া তার ভাষণে বলেন, আমরা যে ৪ দফা দিয়েছিলাম তা সরকার পতনের জন্য নয়। কিন্তু সরকার এ দাবিগুলো নিয়ে আমাদের সঙ্গে তো কোন আলোচনাই করেনি, তারা জোর করে পুলিশ-বিডিআর দিয়ে পৌর নির্বাচন করেছে। আগামীতে মেহেরপুর উপনির্বাচন ও উপজেলা নির্বাচনের পায়তারা করছে। বিএনপিকে বাদ দিয়ে কোন নির্বাচন করা হলে তার দাঁতভাঙা জবাব দেয়া হবে। তিনি এ জন্য সকল দ্বন্দ্ব ভুলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন।

সন্ধ্যায় এক প্রেস ব্রিফিং-এ ছাত্রদলের সভাপতি হাবিবুন নবী সোহেল ছাত্র বেতন হ্রাস, বইখাতা কলমসহ শিক্ষা উপকরণের মূল্য কমানো, পরিবহন ফি কমানো, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ধর্ষণকারীদের গ্রেফতার ও বিচার, নেতা-কর্মীদের নামে দায়েরকৃত মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার, গ্রেফতারকৃতদের মুক্তি, আওয়ামী সরকারের আমলে শহীদ, পঙ্গু ও আহতদের ক্ষতিপূরণের দাবিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় অভিমুখে আগামী ২৫শে এপ্রিল বিক্ষোভ মিছিলের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। এছাড়া শিগগিরই ঢাকায় ছাত্র মহাসমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে বলে ঘোষণা করা হয়।

বর্ধিত সভায় গৃহীত প্রস্তাবসমূহ ঃ বর্ধিত সভায় ১০ দফা সংবলিত প্রস্তাবে বলা হয়, দেশ পরিচালনায় এ সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ ও অযোগ্য। তাই দেশের সকল দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী শক্তি এবং ছাত্র সমাজকে এক দফার আন্দোলন শুরু করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

প্রস্তাবে আরো বলা হয়, সরকার পরিকল্পিতভাবে সন্ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসের অভয়ারণ্যে পরিণত করেছে। সভায় এর তীব্র নিন্দা জানানো হয়। প্রস্তাবে বলা হয়, দেশের অধিকাংশ শিক্ষার্থী দরিদ্র, মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। এদের প্রয়োজনীয় শিক্ষার সুযোগের নিমিত্ত শিক্ষা উপকরণের দাম কমানো ও শিক্ষা খাতে বাজেট বৃদ্ধির জোর দাবি জানানো হয়।

সভায় খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে সকল মামলা প্রত্যাহার এবং এসব ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানানো হয়।

গতকাল মঙ্গলবার রাতে এ বর্ধিত সভা শেষ হয়।